৩৫ শতাংশ জমিতে আলুর চাষ পদ্ধতি ও সারের পরিমাণ

মৌসুম, মৃত্তিকা এবং জমি প্রস্তুত

রবি মৌসুমে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আলু জন্মানো হয়। মাটি, জমি নির্বাচন ও তৈরী ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সুনিস্কাশিত বেলে দোঁয়াশ মাটি সর্বোত্তম। ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। আগাছা মুক্ত করতে হবে। জমি সমতল হতে হবে।

আলু চাষে সারের পরিমাণ : দেশের বিভিন্ন স্থানে মাটির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের, এজন্য সারের চাহিদা সকল জমির জন্য সমান নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবষেণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত "সার সুপারিশ গাইড" অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করতে হবে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই ৩৫ শতক জমির জন্য নিম্নলিখিত সারের সুপারিশ করছে। সারণী

১. আলু চাষের জন্য সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
	কেজি/৩৫ শতক
ইউরিয়া	৫০
টিএসপি	৩০
এমওপি	৪০
জিপসাম	১৭
জিংক সালফেট	১.৫
বোরিক এ্যাসিড (প্রয়োজনবোধে)*	১.৫
গোবর	৭৮০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর ও জিংক সালফেট শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও বোরন সার রোপনের সময় সারির দুই পার্শ্বে বা জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ব্যান্ড পদ্ধতিতে বীজ রোপন লাইনের উভয় পার্শে ১০-১২ সেঃমিঃ দূরে লাইন টেনে সার দেওয়া ভাল। এতে সারের সঠিক প্রয়োগ হয়। সার প্রয়োগের পর সাথে সাথে সার ও বীজ মাটি দিয়ে ভেলী তুলে ঢেকে দিতে হবে।

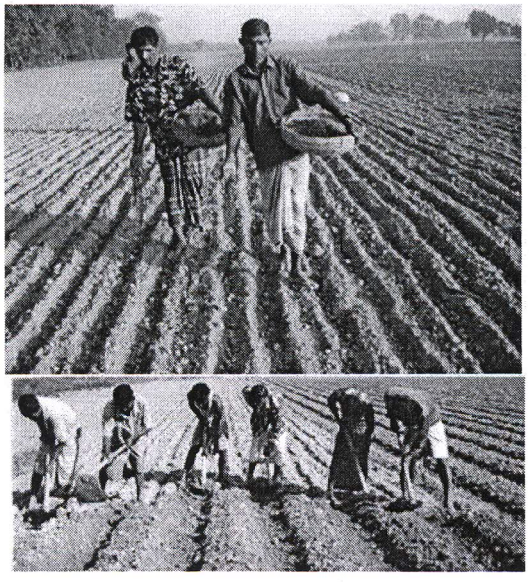

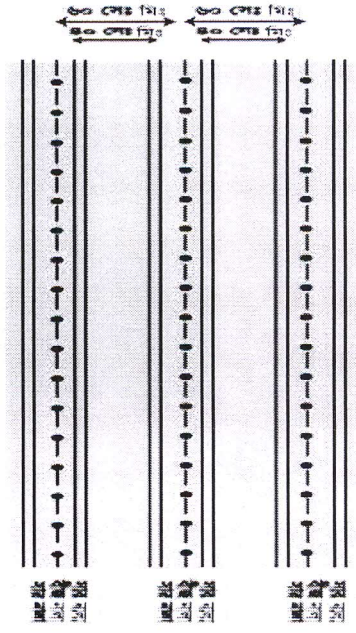

চিত্র -১ সার প্রয়োগ, নালা তৈরী ও মাটি ওঠানো

বীজ শোধন

কোল্ড স্টোরেজে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অংকুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু দাঁদ বা স্ক্যাব এবং ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগ প্রতিরোধের জন্য ৩% বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হয় (১ লিঃ পানি + ৩০ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে বীজ আলু ১০-১৫ মিঃ চুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে) । পলিথিন সিটের উপর আলু ছড়িয়ে স্প্রে করেও কাজটি করা যায়। লক্ষ রাখতে হবে যেন আলুর সকল অংশ ভিজে যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে এ কাজটি যেন বীজ গজানোর আগেই করা হয় ।

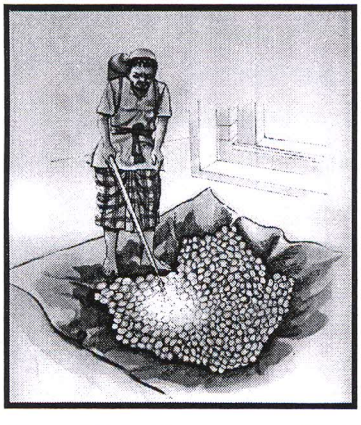

চিত্র -২ বরিক এসিড স্প্রে করে বীজ শোধন

আলু রোপন সময়ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫-২৫ নভেম্বর আলু রোপনের উপযুক্ত সময় তবে এর আগে এবং পরেও আলু রোপন করা সম্ভব। বিশেষ প্রয়োজনে উল্লেখিত সময়ের পরেও আলু লাগানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে ফলন ও মান অনেক ক্ষেত্রে কমে যায়।

বীজ রোপন ও বীজ হার

গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে কাংখিত ফলন ও আকারের আলুর জন্য নিম্নলিখিত পরিমান বীজ আলু ও রোপন দূরুত্ব অনুসরন করা উচিত।

চিত্র -৩ রোপণ দূরত্ব, সারি থেকে সারি ও বীজ থেকে বীজ

বীজের পরিমান: সাধারণত হেক্টর প্রতি ১.৫ - ২.০ টন বীজ আলু দরকার হয়

৩৫ শতক জমির জন্য ২৮৩ কেজি বীজ আলু দরকার

সারি থেকে সারির দুরত্ব = ৬০ সে.মি:

বীজ থেকে বীজের দূরত্ব = ২৫ সে.মি:

সেচ প্রয়োগঃ ১) জমিতে রস না থাকলে আলু লাগানোর ৪-৫ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ দিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে ক্ষেতে কোনভাবেই পানি না দাঁড়ায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানিতে ভেলির ২/৩ অংশ পর্যন্ত পানিতে ডুবে যায়। ২) দ্বিতীয় সেচ ২৫-৩০ দিনের মধ্যে (ইউরিয়া পার্শ্ব প্রয়োগ, মাটি উঠানো তারপর সেচ দেওয়া)। ৩) ৩য় ও ৪র্থ সেচ প্রয়োজনমত আলু লাগানোর ৪৫ এবং ৬০ দিন পর দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য আলু রোপনের পর ২৫ থেকে ৫৫ দিন পর্যন্ত জমিতে কোন অবস্থায় রসের ঘাটতি করা যাবে না এবং ৭০ দিন পর জমিতে আর সেচ দেয়া যাবে না।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ আলুর জমি সর্বদা আগাছা মুক্ত রাখা উচিত। আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করে দুই সারির মধ্যবর্তী স্থান কুপিয়ে উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কোপানোর সময় যাতে আলুর শিকড় বা স্টোলন না কাটে এবং মাটি দেওয়ার সময় গাছের পাতা মাটি চাপা না পড়ে। ৫৫-৬০ দিন পর প্রয়োজন হলে পূনরায় আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তুলে দিতে হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন কারণে আলু মাটির উপরে উন্মুক্ত হলে তা দেখার সাথে সাথে মাটি তুলে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজন মত রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে জমি থেকে দূরে দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এতে ক্ষেতে আলুর মড়ক রোগ সহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়।

রগিং ঃ মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনে রগিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সঠিকভাবে রগিং করা না হলে বীজ আলুর গুনাগুন কমে যায়। এ জন্য গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত নিয়মিত আলুর জমিতে বিভিন্ন জাতের মিশ্রিত গাছ, অস্বাভাবিক এবং রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে আলু গাছ আলুসহ তুলে অন্যত্র মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে। সকাল এবং বিকাল রগিং এর জন্য উপযুক্ত সময়। সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে রগিং করতে হবে যেন পাতায় সকল লক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোগাক্রান্ত গাছ কোন ক্রমেই কোন সুস্থ গাছের সঙ্গে না লাগে এবং শ্রমিকের হাতের স্পর্শ দ্বারাও যেন সুস্থ গাছে রোগ সংক্রমণ না হয়। বীজ ফসলের ক্ষেতে বীজ আলু মাটি ভেদ করে উঠে আসার পর থেকে হাম পুলিং পর্যন্ত ৪/৫ দিন অন্তর অন্তর ফসলের মাঠে গিয়ে রগিং করতে হবে।

হামপুলিং বা গাছ উপড়ে ফেলা (বীজ আলুর ক্ষেত্রে) ঃ হামপুলিং হলো গাছ টেনে উপড়ে ফেলা। বীজ আলুর ফসল উঠানোর ৮-১০ দিন পূর্বে আলু গাছ টেনে তুলে ফেলে দিতে হবে। ফলে ফসলের শেষ দিকে ভাইরাসের বাহক (জাব পোকা) দ্বারা ভাইরাস রোগ ছড়াতে পারবে না। আলুর ত্বক সঠিকভাবে গঠনে হাম পুলিং একটি অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল যার ফলে আলুর ত্বক সুগঠিত হয় ও ক্ষত থেকে আলু রক্ষা পায়।

ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা)
কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গজারিয়া, গাজীপুর-১৭০১